প্রথম আলো

তারিখ AUG 16 2006

পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৭

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

হরতালে পরীক্ষা স্থগিত করায় ছাত্রদলের ভাঙচুর

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

হরতালের কারণে গতকাল মঙ্গলবারের সব পরীক্ষা স্থগিত করায় বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের নেতা-কর্মীরা গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ককে লাঞ্ছিত ও তার কক্ষ ভাঙচুর করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গতকাল ছয়টি অনুষদের বিভিন্ন বিষয়ের ১২টি ব্যবহারিক পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত সোমবার ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা বঙ্গবন্ধুর শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ছয় অনুষদের ডিনের কাছে গতকালের সব পরীক্ষা স্থগিত করার আবেদন করেন। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ও আওয়ামী লীগ আহূত অর্ধদিবস হরতালের কারণে গত সোমবার বিকেলে ডিন কাউন্সিলের এক জরুরি সভায় গতকালের সব পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী ও বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, পরীক্ষা স্থগিতের খবর শুনে ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা গত সোমবার সন্ধ্যা থেকেই ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক ও মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. বজলুর রশীদ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। পরে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ছাত্রদল বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি আহসান হাবীব প্রান্ত ও সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আনিছুজ্জামান আনিসের নেতৃত্বে ১৫-২০ জনের একদল নেতা-কর্মী তার সঙ্গে দেখা করতে যান। কী কারণে পরীক্ষা পেছানো হয়েছে তার কাছে তা জানতে চান। ডিন কাউন্সিলের আহ্বায়ক প্রশাসনিক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে, এ আশঙ্কায় পরীক্ষা স্থগিত করার কথা জানান।

ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা এ জবাবে সন্তুষ্ট না হয়ে অধ্যাপক বজলুর রশীদকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন। এ সময় তারা দুটি টেলিফোন সেট, একটি টেবিলফ্যান, বেশ কয়েকটি চেয়ার ও আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন। এ সময় সহকারী প্রক্টর ও একই অনুষদের ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষক ড. জোয়ার্দার ফারুক আহমেদ তাদের থামানোর চেষ্টা করলে তারা তাকেও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন।

খবর পেয়ে প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুজাফ্ফর হোসেন ও ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক মো. নজমুল হাছান ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। অধ্যাপক বজলুর রশীদ বলেন, এ ঘটনার পর তিনি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তিনি প্রাণহানিরও আশঙ্কা করছেন।

ছাত্রদল সভাপতি আহসান হাবীব প্রান্ত বলেন, পরীক্ষা স্থগিত করার কারণে একদল বিক্ষুব্ধ ছাত্র ওই ভাঙচুরের ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি আরও বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষা স্থগিত করার মতো কোনো অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।

ছাত্রলীগ সভাপতি সারোয়ার মুর্শেদ বলেন, ছাত্রলীগ ও সাধারণ ছাত্রদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বঙ্গবন্ধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পরীক্ষা স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মুজাফ্ফর হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আমিরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও আওয়ামীপন্থী শিক্ষকদের সংগঠন গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের নেতা অধ্যাপক এ কে এম সাইদুল হক চৌধুরী ছাত্রদলের এ ভাঙচুর ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।